দৈনিক খবর

তারিখ 19 APR 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

19 APR 1992

ক্যাম্পাসে সংঘর্ষকালে পুলিশ সক্রিয় হলে ঢাকায় আগুন জ্বলবে

ভিসি

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

গত শুক্রবার রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত 'অপরাধ ও গণমাধ্যম' শীর্ষক একসেমিনারে ভিসি, এটর্নী জেনারেল, আইজিপি, আইনজীবী ও শিক্ষাবিদদের এক উত্তপ্ত আলোচনাকালে ভিসি প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সশস্ত্র সংঘর্ষকালে পুলিশের নীরবতার সঙ্গত কারণ রয়েছে। দুই পক্ষের যুদ্ধকালে পুলিশ সক্রিয় হলে ঢাকা শহরে আগুন জ্বলে উঠবে। এটর্নী জেনারেল আমিনুল হক ভিসির এই মন্তব্য খন্ডন করে বলেন এই যদি অবস্থা হয় তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ কোথায়? তিনি বলেন, ক্যাম্পাসকে যারা বিশেষ এলাকা মনে করেন, এখানকার সন্ত্রাস দমনে যাঁরা বিশেষ আইনের দরকার বলে মনে করেন তাঁরাই কার্যতঃ সন্ত্রাসকে জিইয়ে রাখছেন। এ ধারণা থেকে তাঁরা মুক্ত না হলে ক্যাম্পাস শান্ত হবে না। আইজিপি এম এনামুল হক বলেন, পুলিশকে মুক্তভাবে যতদিন কাজ করতে না দেয়া হবে ততদিন সন্ত্রাস দমন কাগুজে কলমেই হয়ে থাকবে।

সামাজিক পুনরুদ্ধার ও সংশোধন সমিতি কর্তৃক আয়োজিত এই সেমিনারে গতকাল প্রফেসর কিউ এ আই এম নূরউদ্দিন ও সাবেক আইজিপি এ আর খন্দকারের পঠিত দুটো নিবন্ধের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে অধিকাংশ বক্তা জাতীয় সংবাদপত্রসমূহে অপরাধ বিষয়ক সংবাদ পরিবেশনের বর্তমান কলা-কৌশলকে অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ, বিচার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করা ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর বলে চিহ্নিত করেন। বক্তারা অপরাধ দমনে বাংলাদেশের জাতীয় সংবাদপত্রসমূহের কার্যকর ভূমিকার কথা গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করেন ও একই সঙ্গে প্রশংসনীয় দিকগুলোও তুলে ধরেন। সমিতির পক্ষ থেকে সেমিনারে উপস্থাপিত এ জনমত রিপোর্টে বলা হয়, গণমাধ্যমসমূহ অপরাধ বিষয়ক চিত্র সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিফলিত করতে পারেনা।

ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ এম এনামুলক হক আইন-শৃঙ্খলার অবনতিকে দেশের মুখ্য সমস্যা হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, পুলিশ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে দোষারূপ করা অর্থহীন। আইজি পদে তাঁর ছয়মাসের দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, দায়িত্ব পালন পূর্বের তুলনায় কঠোরতর হচ্ছে।

সমিতির সভাপতি আলমগীর এম এ কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় বিএফইউজের সভাপতি রিয়াজউদ্দিন আহমেদ, বলেন, প্রেসকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করে সমস্যার সমাধান হবে না। আইনজ্ঞদের সাংবাদিকদেরকে দিক নির্দেশনা দিতে হবে। সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি ডঃ রফিকুর রহমান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা সন্ত্রাসের জন্য অন্যের কাঁধে দায় চাপিয়ে পার পেতে চান। তাঁর নিজেদের পলিটিক্সে ব্যস্ত, পড়ান কম। তিনি পুলিশের 'সীমাহীন দুর্নীতির' উল্লেখ করে বলেন, একটা খুন হলে পুলিশ খুশী হয়। বিশেষ বিশেষ জায়গায় পোস্টিং পেতে তারা তদবীরে মেতে ওঠেন।

সেমিনারে সমিতির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম নাসিম সমিতির কার্যক্রম তুলে ধরে বলেন, কোন মানুষই জন্মসূত্রে অপরাধী নয়। এ ধারণা নিয়ে সমিতি ১৯৬৫ সাল থেকে কাজ করে আসছে।

49